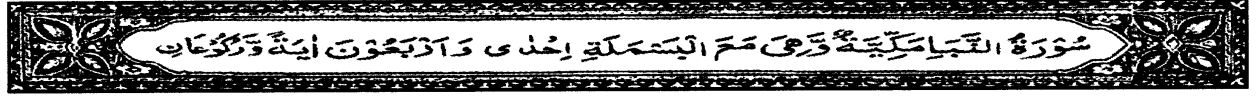


সূরা আন্ নাবা-৭৮

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে ‘নাবা’ (মহাশুরুত্বপূর্ণ সংবাদ)। কারণ এতে অসামান্য ও অসাধারণ এবং অতি উঁচু মানের বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে, যথা, পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা, সকল অবতীর্ণ গ্রন্থাদির উর্ধ্বে কুরআনের স্থান ও প্রাধান্য এবং সকল ধর্মের উপরে ইসলাম ধর্মের স্থান ও প্রাধান্য। ‘ফয়সালার দিন’ (অর্থাৎ সেই দিন, যেদিন কুরআনের এ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হবে) পূর্ববর্তী সূরাতে দুবার উল্লেখিত হয়েছে এবং এ সূরাতেও পুনরায় বলা হয়েছে। মুসলমান তফসীরকারগণের মতে এ সূরাটি আঁ হযরত (সাঃ) এর মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। নলডিকিও এ অভিমত সমর্থন করেন। মানুষকে প্রদত্ত ঐশী অনুগ্রহরাজি ও আল্লাহর মহান দানসমূহ বর্ণনা করে সূরাটি আরম্ভ হয়েছে এবং এ কথার প্রতি পরোক্ষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এ পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবীতে তার অবস্থান বীজতলার মত, চিরস্থায়ী জীবনের চারা রোপণ করার ক্ষেত্র বিশেষ। আর এ চারা-রোপণ ক্ষেত্রের হিসাব-নিকাশও তাকে দিতে হবে। ঐ হিসাব-নিকাশ দিবসের সংক্ষিপ্ত অথচ অতি গুরু-গম্ভীর বর্ণনাও এ সূরাতে সন্নিবেশিত হয়েছে। ইহলোকে ও পরলোকে ধার্মিকগণ যে সব ঐশী পুরস্কারে ভূষিত হবেন এবং সত্যের প্রত্যাখ্যানকারীরা যে সকল ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে এর চিত্রও এ সূরাতে বর্ণিত হয়েছে।



সূরা আন নাবা-৭৮

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৪১ আয়াত এবং ২ রুকু

৩০
৩০
৩০

১। ১. আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। তারা কোন্ (বিষয়ে) একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে?

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ②

★ ৩। সেই মহা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্বন্ধে, ৩২২০

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ③

৪। যা নিয়ে তারা পরস্পর মতভেদ করছে ৩২২৪।

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ④

৫। সাবধান! ১. তারা অবশ্যই জানতে পারবে।

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ⑤

৬। আবার (বলছি), সাবধান! তারা অবশ্যই জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ⑥

৭। ১. আমরা কি পৃথিবীকে বিছানারূপে বানাইনি?

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مَهْدًا ⑦

৮। আর পাহাড়পর্বতকে পেরেকরূপে (এতে গেড়ে রাখিনি)?

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ⑧

৯। ১. আর আমরা তোমাদেরকে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছি।

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ⑨

১০। আর তোমাদের ঘুমকে আমরা প্রশান্তির কারণ করেছি

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ⑩

১১। ১. এবং রাতকে পোষাকরূপে বানিয়েছি

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ⑪

★ ১২। ১. এবং জীবিকা অর্জনের জন্য দিনকে বানিয়েছি।

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ⑫

১৩। ১. আর আমরা তোমাদের ওপরে সুদৃঢ় সাত আকাশ বানিয়েছি ৩২২৫।*

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدِيدًا ⑬

দেখুন : ক. ১ঃ১ খ. ১০ঃ৪৪-৫ গ. ২ঃ২৩; ২০ঃ৫৪; ৫১ঃ৪৯ ঘ. ৩৬ঃ৩৭; ৫১ঃ৫০; ৭৫ঃ৪০; ৯২ঃ৪ ভ. ৬ঃ৯৭; ২৫ঃ৪৮; ২৮ঃ৭৪ চ. ১৭ঃ১৩; ২৮ঃ৭৪ ছ. ২৩ঃ১৮।

৩২২৩। 'নাবা' শব্দের অর্থ মহা(গুরুত্বপূর্ণ) সংবাদ। এর সাথে 'আল্ আযীম' (মহা) বিশেষণ সংযুক্ত হওয়ায় এটাই প্রকাশ পায়, মহা-সংবাদটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাওয়ার দাবী রাখে।

৩২২৪। অবিশ্বাসীরা 'হিসাব-নিকাশের দিবস' সম্পর্কে মোটেই বিশ্বাস রাখে না। তারা মনে করে, এরূপ কোন দিবস কখনো আসবে না- না ইহজগতে, না পরকালে।

৩২২৫। সৌরজগতের সাতটি প্রধান গ্রহ, যাদের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য অথবা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সাতটি স্তর যা সূরা মু'মিনূনে উল্লেখিত।

★[এ আয়াতে 'আকাশ' শব্দটি উহ্য রয়েছে। বহুল প্রচলিত শব্দগুচ্ছ থেকে কোন শব্দ বাদ পড়ে যাওয়াটা ভাষা রীতিতে স্বীকৃত। তাই অনুবাদের ক্ষেত্রে 'আকাশ' শব্দটি আরবীতে না থাকলেও অনুবাদে প্রকাশ করা ভুল নয়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের) (রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূত অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৪। আর আমরা (সূর্যকে) এক অতি উজ্জ্বল প্রদীপরূপে
বানিয়েছি।

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝

১৫। *আর আমরা ঘন মেঘ থেকে মৃষলধারে পানি বর্ষণ
করেছি

وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝

১৬। *যাতে এ দিয়ে শস্যদানা ও শাকসব্জি উৎপন্ন করি

لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝

১৭। *এবং ঘন বাগানসমূহ^{৩২২৬} (উৎপন্ন করি)।

وَجَنَّتِ الْأَقْطَافُ ۝

১৮। নিশ্চয় মীমাংসার দিনের এক নির্ধারিত সময় রয়েছে।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝

★ ১৯। *যে দিন শিংগায় ফুঁকা হবে তখন তোমরা দলে দলে
আসবে^{৩২২৭}।

يَوْمَ يُثْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ
أَفْوَاجًا ۝

২০। আর আকাশকে খুলে দেয়া হবে এবং তা বহু দরজা-
বিশিষ্ট হয়ে যাবে^{৩২২৮}।

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝

২১। *আর পাহাড়পর্বতকে স্থানচ্যুত করে দেয়া হবে এবং
সেগুলো নিচু ঢালের দিকে ধসে যেতে থাকবে^{৩২২৯}।*

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝

২২। নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পেতে আছে,

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝

২৩। (এবং তা হবে) বিদ্রোহীদের জন্য ঠাই।

لِلطَّغْيِينِ مَا بَاءًا ۝

২৪। *তারা সেখানে যুগ যুগ ধরে থাকবে।

لَيَبِثْنَ فِيهَا أَحْقَابًا ۝

★ ২৫। সেখানে তারা কোন রকম শীতলতা^{৩২৩০} বা কোন ধরনের
পানীয় উপভোগ করবে না,

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝

দেখুন : ক. ৬৪৭; ৭১ঃ১২; ৭৮ঃ১৫; ৮০ঃ২৬ খ. ৮০ঃ২৮-২৯ গ. ৮০ঃ৩১ ঘ. ১৮ঃ১০০; ২০ঃ১০৩; ২৭ঃ৮৮; ৩৬ঃ৫২ ঙ. ১৮ঃ৪৮; ৫২ঃ১১; ৮১ঃ৪ চ. ১১ঃ১০৮।

৩২২৬। ৭ থেকে ১৭ আয়াত পর্যন্ত মানুষের দৈহিক জীবন ধারণের সকল উপায়-উপকরণ-এর উল্লেখ রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা তাকে
না চাইতেই দান করেছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেই সৃষ্টিকর্তা যিনি মানুষের দৈহিক প্রয়োজন মিটাবার জন্য এত উপায়-উপকরণ
সরবরাহ করেছেন, তিনি কি করে তার আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসমূহ না মিটিয়ে থাকতে পারেন।

৩২২৭। সেই ফয়সালার দিন, যেদিন মুসলমানদের হাতে মক্কার পতন ঘটলো সেদিন শিঙ্গার ধ্বনিই যেন বেজে উঠলো আর এতে সাড়া
দিয়ে মক্কার কুরায়শরা মহনবী (সাঃ) এর নিকট দ্রুতবাস্তব হয়ে সমবেত হলো এবং করজোড়ে এ মর্মে প্রার্থনা করলো যে তাদের অত্যাচার,
নিষ্ঠুরতা ও সর্বপ্রকার সীমালঙ্ঘনকে যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়।

৩২২৮। সেই সময়ে ধার্মিকের সমর্থনে বহু ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন করা হবে, যাতে অন্যায়কারীরা হতভম্ব হয়ে যাবে।

৩২২৯। এ আয়াতের তাৎপর্য হলোঃ- (১) প্রতাপশালী ও উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিরা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব হারাতে, (২) ইসলামের
জয়-যাত্রার সময়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ বড় বড় সাম্রাজ্যগুলো পর্যন্ত বালুর টিলার মত ধ্বসে ধ্বসে পড়বে এবং এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হবে যে এতে
মনে হবে এগুলোর পূর্ববর্তী অস্তিত্ব ছিল যেন মরীচিকা মাত্র।

★[‘আস সারাবু’ অর্থ আয় যাহাবু ফী হুদারিন অর্থাৎ নিচু ঢালের দিকে ধসে যেতে থাকবে (মুফরাদাত)। (হযরত খলীফাতুল মসীহ
রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূত অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩২৩০। ‘বারদ’ অর্থ শীতলতা, আরাম, আয়েস, নিদ্রা (লেইন)।

★ ২৬। *কেবল ফুটন্ত পানি ও হিম শীতল পানি ছাড়া^{২৩০-ক}।

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا^{২৩০}

★ ২৭। এ এক যথোপযুক্ত প্রতিফল।

جَزَاءٍ وَفَاتًا^{২৩১}

২৮। নিশ্চয় তারা হিসাবনিকাশের পরওয়া করতো না।

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا^{২৩২}

২৯। *আর তারা আমাদের নিদর্শনাবলী কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করতো।

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا^{২৩৩}

৩০। *আর আমরা সব কিছুই এক কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি^{২৩৪}।

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا^{২৩৪}

[৩১] ৩১। অতএব (তোমরা শাস্তি) ভোগ কর। আর আমরা কেবল তোমাদের শাস্তিকেই বাড়িয়ে দিব।

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا^{২৩৫}

৩২। নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে এক বড় সফলতা।

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا^{২৩৬}

৩৩। (অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে) বাগবাগিচা ও আঙ্গুরের^{২৩৭} বাগান*

حَدَائِقٍ وَأَعْنَابًا^{২৩৭}

৩৪। *এবং সমবয়সী যুবতীরা^{২৩৮}

وَكَوَاعِبُ أَثَرًا^{২৩৮}

৩৫। এবং উপচে পড়া সব পেয়ালা^{২৩৯}।

وَكَأْسٌ مَّاءٍ قَافًا^{২৩৯}

৩৬। *সেখানে তারা কোন অবান্তর এবং মিথ্যা কথা শুনবে না।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا عِدًّا^{২৪০}

দেখুন : ক. ৬৪৭১; ৬৯৩৭ খ. ২৪৪০; ৭৪৩৭ গ. ৩৬৪১৩ ঘ. ৫৬৪৩৮ ঙ. ১৯৪৬৩; ৫২৪২৪; ৫৬৪২৬।

৩২৩০-ক। মন্দের প্রতি দুর্দমনীয় নেশা ও পাপের অনুসরণ এবং পুণ্যের ও সৎকর্মের প্রতি অবজ্ঞা ফুটন্ত ও বরফ-শীতল দুর্গন্ধময় পানীয়ের আকার ধারণ করবে যা পাপাসক্তকে পান করতে দেয়া হবে।

৩২৩১। টেলিভিশন, বেতার-যন্ত্র, টেপ-রেকর্ডার, ভিডিও-রেকর্ডার ইত্যাদি যন্ত্র এ সত্যকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে যে কেবল মানুষের কার্যকলাপই নয় বরং তার কথা-বার্তাও সংরক্ষণ করে রাখা যায় এবং ছব্ব পুনরাবৃত্তি করা যায়। ২৪৫৬ টীকা দেখুন।

৩২৩২। বেহেশতের পুরস্কারগুলোর মধ্যে আঙ্গুর-বাগানের উল্লেখ কুরআনে প্রায়শ দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ হলো, আঙ্গুর অতি সুস্বাদু ও অতি পুষ্টিকর খাদ্য। একে বহুদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং এতে নেশা ধরে। ‘তাকওয়ার’ (খোদা-ভীরুতার) মধ্যেও এ তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কাজেই খোদা-ভীরুদের জন্য আঙ্গুর-বাগানই যথাযোগ্য পুরস্কার।

★[এ অর্থের জন্যে ‘মুফরাদাত ঈমাম রাগেব’ ‘আঙ্গুর’ শব্দ দ্রষ্টব্য। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে) (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩২৩৩। ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির এমন সব সাথী বা সঙ্গী পাবেন যাদের থাকবে যৌবনের সজীবতা ও কর্মোদ্দীপনা আর তারা হবে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। তারা সম্মানিত ঐতিহ্য ও গৌরবের উত্তরাধিকারী হবেন। তাদের থাকবে উঁচু ও মহান আশা-আকাঙ্ক্ষা। ‘কায়েব’ (বহুবচনে ‘কাওয়ায়েব’) অর্থ সম্মান, সম্ভ্রম, মাহাত্ম্য, (লেইন)। কুরআনের অন্যত্র (৫৬ঃ৩৫) ধর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদের সাথীদেরকে ‘ফুরশিন মারফুয়াতিন’ বা ‘সম্ভ্রান্ত জীবন সাথী’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বেহেশতের পুরস্কারসমূহের স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য সূরা তুর, সূরা রহমান এবং সূরা ওয়াক্কাআ। দেখুন।

৩২৩৪। আল্লাহর ভালবাসায় নিমগ্ন তীর্থযাত্রী, যাদের হৃদয় থেকে ভালবাসা উপ্টিয়ে পড়ে, তাদেরকে সুপেয় ও অতুল্য পানীয় পান করতে দেয়া হবে। এতে আধ্যাত্মিক নেশা বেড়ে যাবে, যা আর কমবে না।

৩৭। (এ হলো) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রতিদানরূপে যথোপযুক্ত পুরস্কার।

جَزَاءٍ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٍ حَسَبًا ﴿٣٧﴾

★ ৩৮। *আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা রয়েছে এর প্রভু-প্রতিপালক রহমান (আল্লাহর) পক্ষ থেকে (এ প্রতিদান)। তারা তাঁকে সম্বোধন করার কোন অধিকার রাখবে না,

رَّبِّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٨﴾

৩৯। যেদিন পবিত্রাত্মা^{৩২৩৪-ক} ও ফিরিশ্তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। রহমান, (আল্লাহ) যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া *তারা কোন কথা বলবে না এবং সে সঠিক কথাই বলবে।

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا
لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أِذْنُ لَهُ الرَّحْمَنُ
وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٩﴾

৪০। সে দিনটি সত্য সত্যই আসবে। সুতরাং যে চায় সে তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে (নিজ) আশ্রয়স্থল খুঁজে নিক।

ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ
إِلَىٰ رَبِّهِ مَأْتَبًا ﴿٤٠﴾

৪১। নিশ্চয় আমরা এক নিকটবর্তী আযাব সম্বন্ধে তোমাদের
২ সতর্ক করে দিয়েছি^{৩২৩৫}। সেদিন মানুষ তার দুহাত ভবিষ্যতের
[১০] জন্য যা অর্জন করেছিল (তা) দেখতে পাবে। আর
২ অস্বীকারকারী বলবে, “হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম”।

إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۖ يَوْمَ
يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ
الْكُفْرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٤١﴾

দেখুন : ক. ১৯৪৬ খ. ১১ঃ১০৬ গ. ৪ঃ৪৩।

৩২৩৪-ক। ‘রুহ’ (পবিত্রাত্মা) বলতে এখানে পবিত্রাত্মা মহানবী (সাঃ)কে বুঝিয়েছে, আর ‘যে দিন’ বলতে কেয়ামতের দিনকে বুঝিয়েছে বলে মনে হয়।

৩২৩৫। ‘আযাবান করীবান’ বা নিকটবর্তী শাস্তি বলতে ইহজগতে অস্বীকারকারীদের প্রাপ্ত শাস্তির কথা বুঝাতে পারে। কুরআনের অন্য স্থানে (৩২ঃ২২) এ শাস্তিকে নিকটবর্তী শাস্তি বলা হয়েছে। পরকালের মহাশাস্তি এ শাস্তির পরে আসবে এবং ভীষণতর আকারে আসবে।